দৈনিক খবর

তারিখ 3 1 DEC 1991
পৃষ্ঠা ১ কলাম ১

শিক্ষক সমিতি লাগাতার ধর্মঘটের কর্মসূচী দিয়েছে

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যকে অব্যাহতি দান ।। ছাত্রদের প্রতিবাদ

।। স্টাফরিপোর্টার ।।

চট্টগ্রাম, ৩০শে ডিসেম্বর।– সরকার আজ সোমবার অধ্যাপক আলমগীর মোহাম্মদ সিরাজউদ্দিনকে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের পদ থেকে অব্যাহতি দিয়েছে। রাজনীতি বিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক আর আই চৌধুরীকে তার স্থলে নিয়োগ দেয়া হয়েছে। একই বিভাগের অধ্যাপক বদিউল আলমকে উপ–উপাচার্য নিয়োগ করা হয়েছে।

বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি বলেছে, বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাদেশ–১৯৭৩কে লংঘন করে অধ্যাপক সিরাজউদ্দিনকে অব্যাহতি দেয়া হয়েছে। চাকসু এ সিদ্ধান্ত বাতিল ও শিক্ষামন্ত্রীর পদত্যাগ দাবী করেছে।

উপাচার্য সিরাজউদ্দিনকে অব্যাহতি দেয়ার সরকারী চিঠি বিশেষ বাহক মারফত আজ তার কাছে পৌছানো হয়। ইসলামী ছাত্র শিবির তার পদত্যাগ দাবীতে দীর্ঘদিন আন্দোলন করেছে। ছাত্রদের দাবীর মুখে অধ্যাপক মোহাম্মদ আলী পদত্যাগ করলে ইতিহাস বিভাগের শিক্ষক আলমগীর সিরাজউদ্দিনকে

শেষ পৃষ্ঠায় ৪র্থ কলামে

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের

প্রথম পৃষ্ঠার পর

উপাচার্য নিয়োগ করা হয়। তখন বিশ্ববিদ্যালয়ের অবস্থা ছিল অস্বস্তিকর। তিনি স্বল্প সময়ের মধ্যে শান্তিপূর্ণ পরিবেশ ফিরিয়ে আনতে সক্ষম হন। পরবর্তীতে সিনেট সদস্যদের ভোটে তিনি উপাচার্য মনোনীত হন এবং সরকার তাকে নিয়োগদান করেন। তার আমলে অনুষ্ঠিত চাকসু নির্বাচনে সর্বদলীয় ছাত্র ঐক্য জয়ী হয়। এরপর বিভিন্ন সময়ে ছাত্র শিবির তার পদত্যাগের দাবী জানায়। গত ডিসেম্বরে তার একটি বক্তব্যকে কেন্দ্র করে ইসলামী ছাত্রশিবির তার প্রতি চরম বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠে। '৯০ সালের ২২শে ডিসেম্বর সন্ত্রাসী হামলায় ছাত্রনেতা ফারুকুজ্জামান ফারুক নিহত এবং বহু ছাত্র–ছাত্রী, শিক্ষক–শিক্ষিকা আহত হন। এ হামলার জন্যে ছাত্র শিবিরকে দায়ী করা হয়েছে। তারপর থেকে এ পর্যন্ত চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে কার্যতঃ অচলাবস্থা বিরাজ করছে। লেখাপড়া ব্যাহত হয়েছে মারাত্মকভাবে। অধ্যাপক সিরাজউদ্দিনের পদত্যাগ দাবীতে ছাত্র শিবির অব্যাহত আন্দোলন চালিয়েছে। অপরদিকে চাকসু ও সর্বদলীয় ছাত্র ঐক্য শিবিরের কার্যকলাপের বিরুদ্ধে এবং উপাচার্যকে অপসারণের ষড়যন্ত্রের প্রতিবাদে লাগাতার আন্দোলন করেছে। সরকার এ পরিস্থিতিতে তাকে পদত্যাগের পরামর্শ দেন। উল্লেখ্য যে, আলমগীর সিরাজউদ্দিনের মেয়াদকাল '৯৩ সালের জুন পর্যন্ত। বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাদেশে (১৯৭৩) উপাচার্যকে অপসারণের কোন বিধান নেই। ১৮৯৭ সালের একটি আইনে তাকে অব্যাহতি দেয়া হয়েছে।

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির সভাপতি ডঃ হামিদা বানু ও সাধারণ সম্পাদক ডঃ ইফতেখার উদ্দিন চৌধুরী এক যুক্ত বিবৃতিতে অধ্যাপক সিরাজউদ্দিনকে অব্যাহতি দানের নিন্দা করে বলেছেন, জামায়াত–শিবিরের সন্ত্রাসীদের হাতে অবরুদ্ধ চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়কে সন্ত্রাসমুক্ত করে শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ ফিরিয়ে আনার জন্য আমরা দীর্ঘদিন থেকে সরকারের কাছে দাবী জানিয়ে আসছি। আমাদের আইনানুগ দাবী ও নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলন দেশের সকল গণতন্ত্রমনা, আইনের শাসনে বিশ্বাসী এবং শিক্ষানুরাগী ব্যক্তি, পেশাজীবী সংগঠন ও রাজনৈতিক দল কর্তৃক সমর্থিত হয়। কিছুদিন পূর্বে চট্টগ্রামের সর্বস্তরের নাগরিক এবং অভিভাবকমন্ডলীর দ্বারা গঠিত 'চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় সন্ত্রাস প্রতিরোধ নাগরিক কমিটি' বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বায়ত্তশাসন অক্ষুণ্ন রেখে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়কে চিহ্নিত সন্ত্রাসীদের কবল থেকে মুক্ত করার জন্য গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত সরকারের প্রতি আহবান জানায়। কিন্তু আইন ও গণতন্ত্রের পক্ষের সকল মহলের দাবীকে উপেক্ষা করে সরকার 'জেনারেল ক্লজেস এক্ট ১৮৯৭'–এর মত একটি উপনিবেশিক কালাকানুনের বলে উপাচার্যকে অপসারণ করেছে। বিশ্ববিদ্যালয় আইনকে লংঘন করে স্বায়ত্তশাসনের ওপর স্বৈরতান্ত্রিক হস্তক্ষেপ করে, স্বাধীনতা বিরোধী সাম্প্রদায়িক জামায়াত–শিবির চক্রের দাবী অনুযায়ী গৃহীত এই অবৈধ পদক্ষেপ সরকারের সাম্প্রদায়িক চরিত্রকেই কেবল উন্মোচিত করেনি, উপরন্তু সন্ত্রাসীদের প্রতি এই সরকারের সক্রিয় সমর্থনের নগ্ন বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের মত প্রতিষ্ঠানের ওপর এই আঘাত দেশের উচ্চ শিক্ষার পথ রুদ্ধ করারই শুধু চক্রান্ত নয়, উপরন্তু স্বাধীন দেশের রাষ্ট্রযন্ত্রের ওপর মুক্তিযুদ্ধ বিরোধী মধ্যযুগীয় বর্বর সাম্প্রদায়িক শক্তির নগ্ন থাবা বিস্তারেরও একটি ষড়যন্ত্র। স্বাধীনতা বিরোধী জামায়াত–শিবির চক্রের সকল ষড়যন্ত্র নস্যাৎ করে দীর্ঘ সংগ্রাম ও ত্যাগ–তিতিক্ষার মধ্য দিয়ে অর্জিত বিশ্ববিদ্যালয় আইন ১৯৭৩ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বায়ত্তশাসন সমুন্নত রাখার জন্য আমরা আমাদের আন্দোলন অব্যাহত রাখতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।

শিক্ষক সমিতি ১লা জানুয়ারী থেকে লাগাতার শিক্ষক ধর্মঘটের কর্মসূচী নিয়েছে।

অধ্যাপক সিরাজউদ্দিনকে অব্যাহতি দেয়ার প্রতিবাদে সর্বদলীয় ছাত্র ঐক্য আজ নগরীতে নিউ মার্কেট মোড়ে বিক্ষোভ সমাবেশ করেছে। সরকারের এ সিদ্ধান্ত বাতিল করা না হলে বৃহত্তর আন্দোলনের কর্মসূচী নেয়া হবে বলে সমাবেশে ঘোষণা করা হয়।